মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৪৬০

পর্ব-১০: আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ (كتاب اسماء الله تعالٰى)

পরিচ্ছেদঃ ৬. প্রথম অনুচ্ছেদ - আশ্রয় প্রার্থনা করা

بَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ

আরবী

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا» . رَوَاهُ مُسلم

বাংলা

২৪৬০-[৪] যায়দ ইবনু আরক্বম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেনঃ

''আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল 'আজযি ওয়াল কাসালি ওয়াল জুবনি ওয়াল বুখলি ওয়াল হারামি ওয়া 'আযা-বিল কবরি, 'আল্ল-হুম্মা আ-তি নাফসী তাকওয়া-হা- ওয়াযাক্কিহা- আন্তা খয়রু মিন্ যাক্কা-হা- আন্তা ওয়ালিয়্যুহা- ওয়ামাওা লা- হা-, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন্ 'ইল্‌মিন লা- ইয়ানফা'উ ওয়ামিন্ কলবিন লা- ইয়াখশা'উ ওয়ামিন্ নাফসিন লা- তাশবা'উ ওয়ামিন্ দা'ওয়াতিন্ লা- ইউসতাজা-বু লাহা-''

(অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবরের 'আযাব হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার আত্মাকে সংযমী করো ও একে পবিত্র করো। তুমিই শ্রেষ্ঠ পুতঃপবিত্রকারী, তুমি তার অভিভাবক ও রব। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঐ জ্ঞান লাভ হতে আশ্রয় চাই, যে জ্ঞান (আত্মার) কোন উপকারে আসে না, ঐ অন্তর হতে মুক্তি চাই যে অন্তর তোমার ভয়ে ভীত হয় না। ঐ মন হতে আশ্রয় চাই যে মন তৃপ্তি লাভ করে না এবং ঐ দু'আ হতে, যে দু'আ কবূল করা হয় না।)। (মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : মুসলিম ২৭২২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯১২৪, সহীহাহ্ ৪০০৫, সহীহ আল জামি' ১২৮৬, সহীহ আত্

তারগীব ১২৩।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: অত্র হাদীসে (اَلْجُبْنُ) ‘‘জুবন’’ বা কাপুরুষতা বলতে মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক শার‘ঈ বড় বড় ও কষ্টসাধ্য কাজ যেমন ফাতাওয়া ও নেতৃত্ব দেয়ার মতপর্যায়ের শার‘ঈ জ্ঞান অর্জন করার যোগ্যতাকে বুঝানো হয়েছে। তবে কারো যদি মেধা, বুঝ-ব্যবস্থা, মুখস্থশক্তি কম থাকে কিংবা দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে ঐ পর্যায়ে না পৌঁছতে পারাটা কাপুরুষতা বলে গণ্য হবে না। আর এখানে (اَلْبُخْلُ) ‘‘বুখল’’ বা কৃপণতা বলতে মানুষের দীনী কোন বিষয়ে মানুষ কিছু জানতে চাইলে তা তাদেরকে না জানানোকে বুঝানো হয়েছে।

কবরের ‘আযাব বলতে কবর সংকীর্ণ হওয়া, অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া, নিঃসঙ্গতা, হাতুড়ির পিটুনি, সাপ-বিচ্ছুর দংশন ও এ জাতীয় অন্যান্য শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে। তবে এখানে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাওয়ার দ্বারা যেসব কাজ কবরের ‘আযাবের কারণ। যেমন- চোগলখোরী, একের কথা অপরের কাছে বলা (নেতিবাচক অর্থে), প্রসাব থেকে যথাযথভাবে পবিত্র না হওয়া ইত্যাদি থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আত্মার তাকওয়া বা সংযম দ্বারা মূলত সকল বর্জনীয় কথা ও কর্ম থেকে আত্মাকে সংরক্ষিত রাখাকে বুঝানো হয়েছে। আর অন্তরকে পবিত্র করার দ্বারা একে সকল গুনাহ থেকে পবিত্র করা, সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত করা এবং অন্তরকে ঈমানের আলোয় পূর্ণভাবে আলোকিত করে পবিত্র করার আহবান জানানো হয়েছে।

ওলী বলতে ব্যবস্থাপক, সংস্কারক, সৌন্দর্যকারক বা সাহায্যকারী বুঝানো হয়েছে। মাওলা অর্থও একই।

অত্র হাদীসে এমন জ্ঞান যা উপকারে আসে না সে জ্ঞান থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর সে জ্ঞান হলো ঐ জ্ঞান যে জ্ঞান অনুযায়ী বাস্তব কর্ম সম্পাদিত হয় না। অর্থাৎ- ‘আমলে পরিণত হয় না, যা মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয় না, যে জ্ঞানের বারাকাত আমার অন্তরে প্রবেশ করে না; যে জ্ঞান আমার কর্ম, কথা, খারাপ চরিত্রকে পরিবর্তন করে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে না এবং চরিত্রকে সভ্য ও মার্জিত করে না।

ঐ জ্ঞান দ্বারা এটাও বুঝানো হতে পারে, যে জ্ঞান অর্জনের কোন প্রয়োজন দীনে নেই কিংবা যে জ্ঞান অর্জনে শারী‘আত অনুমতি দেয় না।

এমন অন্তর থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে, যে অন্তর আল্লাহকে ভয় করে না, আল্লাহর স্মরণে বা তাঁর কালাম তথা কথা শুনে ভীত হয় না। এ অন্তর হলো কঠোর অন্তর। কারী বলেনঃ এ অন্তর হলো ঐ অন্তর যা আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে প্রশান্ত হয় না।

এমন আত্মা থেকেও আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে, যে আত্মা তার প্রতি আল্লাহর দেয়া রিযক-এর প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারে না। অর্থ-সম্পদের অধিক লোভ থেকে যে মুক্ত হতে পারে না। এমন ব্যক্তি, যে বেশি বেশি খায় এবং বেশি খাওয়ার কারণে বেশি বেশি ঘুমায়, অলস থাকে, শায়ত্বনী কুমন্ত্রণা অন্তরে উদিত হয়, অন্তরের ব্যাধি সৃষ্টি হয়

যা ক্রমশ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। ইবনুল মালিক বলেনঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়ার সকল সম্পদের প্রতি লোভ (যা দেখে তাই সংগ্রহ করতে চায়) এবং দুনিয়ার বিভিন্ন পদ পদবী অর্জনের লোভ। এখানে ঐসব অন্তর থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে যেগুলোর পেটের ক্ষুধার চেয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষুধা (চোখের ক্ষুধা) বেশি।

এমন দু'আ থেকেও আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে যে দু'আ কবূল হয় না এজন্য যে, ঐ দু'আর মধ্যে গুনাহ থাকে অথবা সত্যের অনুকূলে থাকে না। তবে এখানে সাধারণভাবে সকল দু'আ কবূল না হওয়ার কথাই বলা হয়েছে।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জ্ঞান উপকারে আসে না সে জ্ঞান থেকে আশ্রয় চেয়েছেন এজন্য যে, ঐ জ্ঞান জ্ঞানীর জন্য বিপদের কারণ হবে এবং তার বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে দাঁড়াবে। যে অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না তা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন এজন্য যে, এ অন্তর হয় কঠিন ও শক্ত। কোন ওয়াজ, নাসীহাত, ভয়-ভীতি, আশার বাণী কোন কিছুই এ অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যে আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না না থেকে আশ্রয় চেয়েছেন এজন্য যে, এ আত্মা সামান্য তুচ্ছ বস্তু অর্জনেও কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পরে এবং হারাম অর্থ-সম্পদ অর্জনে দুঃসাহস দেখায়, আল্লাহ তা'আলার দেয়া রিযক্বে তুষ্ট থাকে না, সে দুনিয়ার পরিশ্রমে সর্বদা ডুবে থাকে এবং আখিরাতের শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকবে।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দু'আ কবূল হয় না তা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন এজন্য যে, আল্লাহ এমন রব যিনি দানকারী, প্রশস্ত হাতের অধিকারী এবং বান্দার উপকার সাধনকারী। বান্দা যখন তাঁর কাছে দু'আ করে আর সে দু'আ যদি কবূল না হয় তাহলে ঐ দু'আকারীর জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কোন পথ নেই। কারণ সে এমন সত্তার নিকট থেকে খালি হাতে বিতাড়িত হয়েছে যে ছাড়া আর কারো কাছ থেকে কল্যাণ আশা করা যায় না এবং সে ছাড়া কারো কাছ থেকে অনিষ্টের প্রতিরোধ আশা করা যায় না। হে আল্লাহ! আমরাও তোমার কাছে ঐসব জিনিস ও বিষয় থেকে আশ্রয় চাই যেগুলো থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চেয়েছেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=57020

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন